অধ্যায় ১২ : মৈমনসিংহ গীতিকা---১

বিন্যাসক্রম

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
১২.২ পরিচিতি
১২.৩ মহুয়া পালা
১২.৪ মলুয়া পালা
১২.৫ চন্দ্রাবতী পালা
১২.৬ লোকসাহিত্যের উপাদান
১২.৭ গীতিকার বৈশিষ্ট্য
১২.৮ মানবিক আবেদন
১২.৯ চরিত্র বিশ্লেষণ
১২.১০ অধ্যায় পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
১২.১১ অতিরিক্ত পঠন
১২.১২ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
১২.১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি—

- বাংলা লোকসাহিত্যের মৈমনসিংহ গীতিকার বিষয়ে জানতে পারবেন ।
- মৈমননসিংহ গীতিকায় অন্তর্ভুক্ত মহুয়া, মলুয়া ও চন্দ্রাবতী পালা সম্পর্কে অবগত হবেন।
- মৈমনসিংহ গীতিকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারবেন।
- মৈমনসিংহ গীতিকার লোকউপাদান ও মানবিক আবেদন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারবেন।
- আদর্শ প্রশ্নাবলীতে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে পারবেন।

১২.২ পরিচিতি

মৈমননসিংহ বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা, যদিও বর্তমানে এই বৃহত্তম জেলা ভেঙে একাধিক জেলার সৃষ্টি হয়েছে। এই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত গীতিকাগুলিকে একত্রে মৈমনসিংহ গীতিকা বলা হয়। এই গীতিকাগুলির সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশের সাথে যুক্ত তিনটি অবিস্মরণীয় নাম হল দীনেশ চন্দ্র সেন,

চন্দ্রকুমার দে এবং 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক কেদার নাথ মজুমদার। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দীনেশ চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' নামে' প্রকাশিত হয়। এছাড়াও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে 'পুর্ববঙ্গ গীতিকা'। গীতিকাগুলির উন্নততর রচনাশৈলীকে বিচার করে এগুলির প্রামাণিকতা সম্পর্কে বহু পণ্ডিতেরা সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৬৩ সালে চেক পণ্ডিত Dusan zvavital প্রকাশিত 'Bengali falk ballad from Mymensingh' গ্রন্থে স্পষ্ট করে গীতিকাগুলির সঠিক প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক হচ্ছেন গীতিকা চর্চার সঙ্গে যুক্ত আরেক কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টাতেই এই গীতিকা গুলির অবিকৃত রূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। আলোচ্য সংকলনে মোট ন'টি গীতিকা ও একটি রূপকথা সংকলিত হয়েছে। পালাগুলির নাম ক্রমানুসারে–মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রুপবতী, কঙ্ক ও লীলা এবং দেওয়ান মদিনা। 'কাজলরেখা' পালাটিকে দীনেশ চন্দ্র সেন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন 'এটি একটি রূপকথা'। মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলিতে নারী চরিত্রের তুলনায় পুরুষ চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্প্রভ। নারীর বুদ্ধিমতা ও কর্ম দক্ষতার স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে এই গীতিকার পালাগুলিতে।

১২.৩ মহুয়া পালা

নাট্যরস সমন্বিত 'মহুয়া' পালাটি বাংলা সাহিত্যের সকল পালা সাহিত্যের মধ্যমণি হিসেবে গৃহীত হতে পারে। আখ্যানভাগটি কাল্পনিক হলেও এই পালায় উল্লেখিত চারিদিকের ভৌগলিক বর্ণনায় প্রাচীন গ্রাম ও জনপদের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন পালায় উল্লেখিত বামনকান্দি, বাইদার দীঘি, ঠাকুর বাড়ীর ভিটা, উলুয়াকান্দি প্রভৃতি গ্রাম, দীঘি ও স্থানের অস্তিত্ব আজও বর্তমান। সংগ্রহকার চন্দ্রকুমার দে মহাশয় 'মহুয়া' পালাগানের শুধু গীতিটুকুই-সংগ্রহ করেন। গায়কেরা তাতে নাটকীয় গদ্য সংলাপ জুড়ে নিতেন, শুধু তা-ই নয় অনেক সময় অভিনয়ের রীতিও গ্রহণ করতেন। তবে মৈমনসিংহ নিবাসী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে 'বাদ্যানীর গান' সংগ্রহ করে কলকাতা থেকে ১৯৪৪ সালে প্রকাশ করেন তাতে মহুয়া পালার গীতিনাট্যের নাটকীয় অংশটুকু জুড়ে দিয়েছিলেন।

পালাটির মূল কাহিনি এইরকম পাহাড়ী বেদে জাতির অন্তর্ভুক্ত হুমরা বেদে গারো পাহাড়ে ডাকাতি করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করত। সে একবার ডাকাতি করতে গিয়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দু' মাসের-শিশুকন্যাকে চুরি করে পালায়। সেই কন্যাকে সে নিজের সন্তানের মতো লালন-পালন করে। ক্রমে ক্রমে সে ষোড়শী নারীতে পরিণত হল। তার নাম ছিল মহুয়া। পালিতা কন্যা মহুয়া ছিল অপরূপ রূপবতী। তাকে সঙ্গে করে নিয়েই হুমরা বেদের দল সারা বছর নানা জায়গায় বাজি দেখাতে যায়। এভাবেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তারা ভ্রমণ করে জীবন নির্বাহ করে। একবার তারা মৈমনসিংহ অঞ্চলের বামুনকান্দি গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। সেখানেই নদের চাঁদ নামক এক ব্রাহ্মণ সুদর্শন যুবক প্রথম দেখাতেই মহুয়ার প্রতি মুগ্ধ হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে গোপনে সাক্ষাতের পর উভয়ের উপর উভয়ের

আকর্ষণ জন্মে। ব্রাহ্মণ কুমার নদের চাঁদ একদিন জলের ঘাটে এসে মহুয়ার কাছে নিজের মনের অভিলাষ জ্ঞাপন করল 'তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া।' অন্যদিকে মহুয়াও চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী রেখে নিজের সখী পালঙ্ক-এর কাছে বলেছে 'নদ্যার ঠাকুর হৈল আমার প্রাণের সোয়ামী'। হুমরা বেদে এসব কিছুর আভাস পেয়ে নদ্যার চাঁদের দেওয়া ভিটে মাটি পুকুর সব ফেলে রেখে মহুয়াকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে বাধ্য হয়ে মহুয়া নদের চাঁদের কাছ থেকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় নিল। বেদের দল চলে যাওয়ার পর মহুয়ার বিরহে পাগলের মতো হয়ে গেল। তখন সে পথের পথিককে ডেকে জানতে চায়।

"মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আঁখি।
এই দেশে নি উইড়া আইছে আমার তোতা পাখি ।।"

খুঁজতে খুঁজতে নদের চাঁদ কসাই নদীর তীরে বেদের দলের সন্ধান পায় এবং মহুয়ার সাথে দেখা করে। অন্যদিকে এসব কিছুর খবর হুমরা বেদে জানতে পেরে মহুয়ার হাতে বিষাক্ত ছুরি দিয়ে নদের চাঁদকে হত্যা করতে নিজের শপথ করায়। মহুয়া গভীর রাতে তার প্রেমিক নদের চাঁদের কাছে পৌঁছে সব কথা জানালে দু'জন মিলে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পথে যাওয়ার সময় এক সাধুর নৌকায় ঠাঁই নিলে সাধু মহুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে নদের চাঁদকে নৌকা থেকে ঠেলে জলে ফেলে দিল। মহুয়া সাধুর শঠতা বুঝতে পেরে বিষ-মিশ্রিত পান খাওয়াল এবং নৌকাকে উল্টে দিল। তারপর অনেক কষ্টে নদের চাঁদকে উদ্ধার করে কাঁধে করে নিয়ে অরণ্য পথে পালিয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে মহুয়ার সেবার গুণে নদের চাঁদ সুস্থ হয়ে উঠে। আবার তারা মহানন্দে অরণ্য পর্বতের কোলে ভ্রমণ করে জীবন নির্বাহ করতে লাগল। কিন্তু সে সুখও তাদের কপালে বেশিদিন টিকল না । ঘুরতে ঘুরতে হুমরা বেদের দল সেখানে হাজির হয়ে মহুয়াকে সক্রোধে বলে উঠল।

"প্রাণে যদি বাঁচ কন্যা আমার কথা ধর।
বিষলক্ষের ছুরি দিয়া দুষমনেরে মার।।"

মহুয়ার এখন এক দিকে পালক পিতার আদেশ আর অন্যদিকে স্বামীর প্রতি অগাধ প্রেম উভয়ের মধ্যে একটিকে বাছতে না পেরে নিজের বুকের মধ্যে তা বিঁধিয়ে দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করল। হুমরা বেদের দল সেই ছুরি দিয়ে তারপর নদের চাঁদকেও হত্যা করল। তারপর কবর খুঁড়ে এক কবরেই দু'জনকে পুঁতে মাটি দিয়ে তারা সবাই চলে গেল। কিন্তু মহুয়ার প্রাণের সখি পালঙ্ক সেই কবরের মাঝে পড়ে থাকল, তার চোখের জলে কবরের মাটি সিক্ত হয়ে উঠল।

বেদের পালিত ব্রাহ্মণ কন্যা মহুয়া ও ব্রাহ্মণ কুমার নদের চাঁদের করুণ কাহিনির পালাটি উৎকৃষ্ট-পল্লীগাথা হিসেবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা রাখে। এই অপূর্ব প্রেম কাহিনি বিশ্বের যে কোনো উৎকৃষ্ট ব্যালাডের সমকক্ষ । মানবরস সঞ্চারিত বেদনাবিদুর প্রেম কাহিনিটি ভারতের বাইরেও অনেকের প্রশংসা অর্জন করেছে।

১২.৪ মলুয়া পালা

মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগুলিতে বেশিরভাগ সময় দেখা গেছে নাটকীয় ভাবে নায়ক নায়িকার সাক্ষাৎ ঘটেছে। 'Love at first sight' এই উক্তিটি যেন তাদের ক্ষেত্রে একেবারে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে অবশ্যই উপন্যাসের মতো পূর্বরাগ অনুরাগের যথেষ্ট অবকাশ নেই।

মলুয়া পালাতে কুড়া স্বীকার করতে গিয়ে চাঁদ বিনোদের সাথে মলুয়ার সাক্ষাৎ ঘটে। তারা প্রথম দর্শনেই একে অপরের প্রতি আকর্ষিত হল। তবে আর্থিক অবস্থা উন্নত না হওয়ার দরুণ মলুয়ার সঙ্গে চাঁদ বিনোদের বিয়ে হল না। অনেক কষ্টে পরিশ্রম করে চাঁদ বিনোদ তার আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করে তাদের বিবাহের সকল বাধাকে দূর করতে সফল হল। কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনায় মলুয়ার রূপে মুগ্ধ হয়ে কাজী মলুয়াকে পেতে চাইল। বিয়ের সময় চাঁদ বিনোদ দেওয়ানকে নজরানা দেয়নি এই তুচ্ছ অজুহাতে তার সমস্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই আর্থিক অনটন দূর করার জন্য চাঁদ বিনোদ বিদেশে পাড়ি দিলে মলুয়া ও তার শাশুড়ির জীবনধারণ করা কষ্ট সাধ্য হয়ে পরল। এমন কি কাজীর কূট ষড়যন্ত্রে চাঁদ বিনোদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। মলুয়ার প্রচেষ্টায় চাঁদ বিনোদ নিজের প্রাণ ফিরে পায় তবে শেষ রক্ষা হয়নি। দেওয়ান মলুয়াকে নিজের কাছে নিয়ে যায়। মলুয়া নানা কৌশল করে দেওয়ানের মাধ্যমে কাজীকে শাস্তি দিল এবং দেওয়ানকে শিকারের বুদ্ধি দিয়ে নিজেও বন্দীদশা থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু এত কিছু করেও সে তার কাঙ্খিত সুখ লাভ করতে পারল না। সর্প দংশনে চাঁদ বিনোদের মৃত্যু হলে মলুয়া আবারও তাকে বাঁচিয়ে তুলতে সার্থক হল। এভাবে একের পর এক প্রতিকূলতাকে জয় করার সত্ত্বেও ভাগ্য যেন মলুয়ার উপর প্রসন্ন হল না। মামার আপত্তিতে চাঁদ-বিনোদ মলুয়াকে পরিত্যাগ করলে মলুয়া সবশেষে এক ভাঙা নৌকায় সওয়ার হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকেই যেন আলিঙ্গন করল।

মলুয়া পালার প্রধান চরিত্র মলুয়াতে পতিভক্তি, কর্তব্যবোধ, ত্যাগ ও দুঃখবরণই যে এই পালার মুখ্য আকর্ষণ বিন্দু। লোকলজ্জা ও সংস্কারের কাছে আত্মসমর্পন করে চাঁদ বিনোদ তার পতিসাধ্বী প্রাণদায়িনী স্ত্রী'কে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পেরেছে। স্বামী চাঁদবিনোদের এই আচরণ শুধুমাত্র মলুয়াকে কলঙ্কিত করেনি, ক্ষুদ্র স্বার্থের দামেও পরিণত করেছে। তবে পালার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় শাশুড়ী ও ননদের সঙ্গে মলুয়ার অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক রয়েছে।

১২.৫ চন্দ্রাবতী পালা

নয়নচাঁদ প্রণীত 'চন্দ্রাবতী' পালাটি মৈমনসিংহ গীতিকায় একটি অন্যতম গীতিকা হিসেবে সংকলিত হয়ে আছে। পালাটির প্রধান গুণ তার সংক্ষিপ্ততা। এই পালার প্রধান চরিত্র চন্দ্রাবতী ও তার পিতা বংশীদাস সম্পর্কে ঐতিহাসিক সমর্থন আছে। কাহিনির সংক্ষিপ্ততা একমুখীভাবে দ্রুত পরিণতি লাভ হওয়া এই গীতিকাকে বলা যায় পাশ্চাত্য ব্যালাডের সমতুল্য। পত্রের বহুল ব্যবহার গীতিকাটিতে সকলের দৃষ্টি

আকর্ষন করে। এই গীতিকায় ব্যবহৃত পত্রের সংখ্যা ছয়টি। প্রতিটি পত্রই গীতিকার মূল কাহিনি পুষ্টি দান করেছে।

পালাটি কোনো ভূমিকা ছাড়াই জয়ানন্দ ও চন্দ্রাবতীর কথোপকথনের মাধ্যমে নাটকীয় ভাবে শুরু হয়েছে, অথচ কথকে জয়ানন্দের নাম উল্লেখিত হয়েছে পালার চৌদ্দতম পংক্তিতে। কুসুম উদ্যানের মধ্যে উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে পুষ্প চয়ন করে । দু'জনে একসাথে সকাল সন্ধ্যা পুষ্প চয়ন করে আবার কখনও কখনও জয়ানন্দ গাছের উঁচু ডাল ধরে আর চন্দ্রাবতী সেই ডাল থেকে ফুল তুলে নেয়। এভাবেই সময়ের সাথে সাথে তাদের সম্পর্ক গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠে। আর ঠিক সেই সময়ই চন্দ্রাবতীর পিতার কাছে ঘটক এক আদর্শপাত্র হিসেবে জয়ানন্দের সংবাদ নিয়ে আসে। আর চন্দ্রাবতীর পিতাও সেই সম্পর্কে রাজি হয়ে যান এবং জয়ানন্দকে চন্দ্রাবতীর ভাবী বর হিসেবে মনোনীত করেন।

দু'জনের বিবাহ যখন পুরো ঠিক হয়ে গেছে তখনই জয়ানন্দ এক সুন্দরী মুসলমান নারীর পাণিগ্রহণ করে। প্রথম প্রেম এভাবে বিড়ম্বিত হওয়ায় চন্দ্রবতী সারাজীবন অবিবাহিত থাকার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সে তার পিতাকে জানায়।

"পিতা, মমবাক্য ধর।
জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবর "
শিব পূজা করি আমি শিব পদে মতি।
দুঃখিনীর কথা রাখ কর অনুমতি "

তারপর চন্দ্রাবতী শিবপূজাতে নিজের মন প্রাণ ঢেলে দিল আর পিতার আদেশে রামায়ণ রচনায় মনোনিবেশ করল। খুব তাড়াতাড়িই জয়ানন্দ তার ভুল বুঝতে পারল। সে বিনা সংকোচে অকপটে চন্দ্রাবতীকে জানাল।

"অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল।
কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল হলাহল।।
জানিয়া ফুলের মালা কাল সাপ বলে।
মরণ ডাকিয়া আমি আন্যাছি সগলে।।"

অনুশোচনায় কাতর হয়ে জয়ানন্দ শেষবারের মতো চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎ করতে চাইল। কিন্তু চন্দ্রাবতীর অতীতের নেওয়া একদিকে নিজের প্রতিজ্ঞা, অন্যদিকে প্রথম প্রেমের বেদনাদায়ক স্মৃতি এই দুইয়ের দ্বন্দে সে মানসিকভাবে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। পালাতে লক্ষ্য করা যায়।

"পত্র পড়ি চন্দ্রাবতী চক্ষের জলে ভাসে।
শিশুকালের স্বপ্নের কথা মনে মধ্যে আসে।।

একবার দুইবার তিনবার করি।
পত্র পরে চন্দ্রাবতী নিজ নাম স্মরি।।
নয়নের জলে কন্যার অক্ষর মুছিল।
একবার দুইবার পত্র যে পড়িল ।।”

এই-পত্রটি চন্দ্রাবতী-বারবার পড়ার পর জয়ানন্দের এই আবেদনের কথা গোচরীভূত করে। পিতা তাকে জয়ানন্দের সাথে দেখা করতে নিষেধ করলে সে শিব পূজায় নিজেকে সমর্পণ করে। জয়ানন্দ অনেক চেষ্টা করেও চন্দ্রাবতীর সাক্ষাৎ পায় না। পূজা সমাপ্ত করে- ‘চন্দ্রাবতী কলসী কাঁখে নিয়ে জলের ঘাটে এসে দেখে জয়ানন্দের মৃতদেহ জলে ভাসছে। তারপর-

“আঁখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী।
পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী ॥”

চন্দ্রাবতী যতই নিজেকে শিষ্ট পূজায় নিমগ্ন রাখতে চেষ্টা করুক না কেন, একমুহূর্তের জন্য সে তার মনকে জয়ানন্দ থেকে পৃথক করতে পারেনি। এতে অলৌকিকতার কোন প্রভাব পড়েনি এবং জয়ানন্দের মৃতদেহ দর্শনে চন্দ্রাবতীর প্রতিক্রিয়াও মাত্র দুইটি পংক্তিতে সীমাবদ্ধ থেকেছে। সেই দিক থেকে বলা যায় বাস্তবতার মানদণ্ডে পালাটি উল্লেখযোগ্য। অনূঢ়া কন্যার বিবাহের দুশ্চিন্তা, জয়ানন্দের পাঠান প্রেম পত্র পাওয়ার পর চন্দ্রাবতীর প্রতিক্রিয়া একেবারেই বাস্তবিক। তাছাড়া, পালাটিতে উল্লেখিত বিবাহের স্ত্রীআচার ইত্যাদির বিবরণও সমকালীন বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া।

১২.৬ লোক সাহিত্যের উপাদান

লোক জীবন থেকেই লোক সাহিত্যের উদ্ভব। লোক সাহিত্যের উপাদান গুলির মধ্যে রয়েছে- লোককথা, লোকগান, লোকনৃত্য, লোকশিল্প, লোকবিশ্বাস, লোক প্রথা, লোক ঐতিহ্য। স্মৃতি ও শ্রুতির মাধ্যমেই লোক উপাদানগুলি মানচিত্রর সীমানা লঙ্ঘন করে দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডী ছাড়িয়ে যায়। অনেক বিবর্তন পরিবর্তনের পথ অতিক্রম করে গ্রহণ বর্জনের মধ্যদিয়ে স্থায়ীত্ব লাভ করে। মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী পালাতেও লোকসাহিত্যের উপাদান যথেষ্ট মাত্রায় ছড়িয়ে আছে।

মহুয়া পালাতে লক্ষ্য করা যায় মহুয়া ব্রাহ্মণ কন্যা হলেও পালক পিতা বেদে বংশজাত হওয়ায় সে ছোটবেলা থেকে বেদে ছেলে মেয়েদের সাথে তাদের লোকক্রীড়াগুলি খেলে খেলে বড় হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে সাপ খেলাটা বিখ্যাত। পরবর্তীতে দেখি মহুয়া তার প্রেমিক নদের চাঁদকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানায় এবং অতিথি সৎকারের জন্য লোকজ খাদ্য দিয়ে হাজার বছরের অতিথেয়তা প্রকাশ করে, যা আজও গ্রামীন সমাজে বিদ্যমান। পালাতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

“আমার বাড়িতে খাইওরে বন্ধু বইতে দিয়াম পিরা।

জল পান করিতে দিয়াম সালি ধানের চিরা।।
সালি ধানের চির দিয়াম আর সবরী কলা।
ঘরে আছে মইষের দইরে বন্ধু খাইবা তিনো বেলা।।"

এছাড়াও লোক প্রথানুসারে বেদে নারীরা নিরাপত্তার জন্য মাথার খোঁপায় লুকিয়ে বিষ বা ধারালো অস্ত্র রাখত। মহুয়া পালাতে বেদে কন্যা মহুয়া মাঝি সাধুর কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য পানের সাথে তার খোঁপায় লুকানো তক্ষকের বিষ খাইয়ে ছিল। তাছাড়া জাদু বিদ্যার কথাও সেখানে উল্লেখিত আছে। এসব ছাড়াও আড়বাঁশি, কামরাঙ্গা মাখা, চন্দ্রহার, নথ, নীলাম্বরী ও উদয়তারা শাড়ীর ব্যবহারে শৈল্পিক লোকসংস্কৃতির প্রকাশ যে দেখা যায়। 'মলুয়া' পালাতে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা হিন্দু মুসলমান সমাজের মধ্যে মেলবন্ধনের প্রয়াস, পালার বিভিন্ন অংশে লোক প্রবাদ, লোককথা, লোকগীতির দিকটি উঠে এসেছে। লোক সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নানা আচার-অনুষ্ঠানে নানা বিশ্বাস ও সংস্কারের রীতি প্রচলিত আছে যেমন। শ্রাবণ, ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে বিয়ে করতে নেই। বিয়েতে সোহাগ মাগার রীতি ও প্রচলিত আছে পালাতে ও এই দিকটি উল্লেখিত আছে "সোহাগ মাগিতে যাও বিয়ার মঙ্গল চাইয়া" এছাড়া আব্যধিক, নান্দিমুখ প্রবৃত্তি নিয়মেরও উল্লেখ আছে। বসা ও শোওয়ার জন্য রাতে বানানো শীতল পাটীর উল্লেখ এই পালায় পাওয়া যায় যা শৈল্পিক লোকসংস্কৃতির দৃষ্টান্ত। সাপের কামড় থেকে বাঁচার জন্য এবং সাপে কাটা রোগীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য গ্রামাঞ্চলে আজও লোকচিকিৎসার প্রচলন আছে। যার মধ্যে ঝাড়ফুঁক তুক-তাক করা হয়। মলুয়া পালাতে এর বিশদ বিবরণ আছে। তার স্বামীকে সাপে কাটলে সে তাকে ওঝার কাছে নিয়ে যায় আর ওঝা নানা ঝাড়ফুঁক করে তার স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলে। এছাড়াও নানা ধাঁধা, প্রবাদ-প্রভৃতি বাকধর্মী লোক সংস্কৃতির উদাহরণ ও এই পালায় পাওয়া যায়, যেমন। "কাঁটা গায়ে নুনের ছিটা আর কত সয়" ইত্যাদি।

'চন্দ্রাবতী' পালাতেও বিয়ের গানের উল্লেখ আছে। বিয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়ে অনেকে ঠিকুজি কুষ্টি বিচার করে থাকেন আজও। এই পালাতেও এই দিকটির উল্লেখ আছে। চন্দ্রাবতীর পিতাকে চন্দ্রাবতীর সাথে জয়ানন্দের বিবাহতে ঘটক কুষ্টি বিচার করে বলেছে "কুষ্টি বিচারি কৈল সর্ব্বসুলক্ষণ"। তাছাড়া কালরাত্রি যাপন, কাবাডি খেলা, যাত্রার আগে দধিমুখ প্রভৃতি রীতিরও উল্লেখ রয়েছে যা লোক বিশ্বাস ও লোকসংস্কারের উপাদান হিসেবে পরিগণিত। এই পালাতেও প্রবাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, যেমন। "বিনা মেঘে হইল যেন শিরে বজ্র্যাঘাত"।

এইভাবেই মৈমনসিংহ অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি খুব সাবলীল ভাবেই পালাগুলিতে স্থান করে নিয়েছে।

☑ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। মৈমনসিংহ গীতিকা বিষয়ে যা জানুন লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

২। মলুয়া পালার গীতিকার সারসংক্ষেপ লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৩। মৈমনসিংহ গীতিকায় বর্ণিত লোক-উপাদান বিষয়ে লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১২.৭ গীতিকার বৈশিষ্ট্য

গীতিকা সাহিত্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত হল মৈমনসিংহ গীতিকা। এর মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী পালাগুলি ব্যালেডের সমতুল্য। এই পালাগুলিতে সাধারণ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

- এই পালা গুলিতে লোকজীবন খুব সাবলীলভাবে ওঠে এসেছে।
- পার্থিব নর-নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখের অবিমিশ্র অনুভূতি লীলায়িত হয়েছে।
- এখানে চৈতন্য সংস্কৃতির দেববাদ নির্ভর মানবতা নেই, এর পরিবর্তে প্রকাশিত হয়ে উঠেছে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ।
- গীতিকাগুলি নর-নারীর ব্যর্থ প্রেমের আত্মত্যাগের অশ্রু বেদনায় সজল।
- নাটকীয় চমৎকারিত্বের জন্য ঘটনার উত্থান পতন ও একমুখী অনিবার্য পরিণতি পাঠককে গভীর ভাবে অভিভূত করে।

১২.৮ মানবিক আবেদন

মৈমনসিংহ গীতিকারপালা গুলিতে উঠে এসেছে সাধারণ বাস্তব জীবনের কাহিনি। সেই কাহিনি গুলিতে প্রেম-ভালোবাসা, সমাজ-সংসার, রীতি-নীতি, প্রথা-নিয়ম খুব স্বাভাবিক ভাবেই মূল বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেছে। মহুয়া পালায় বিবাহ পূর্ববর্তী নারী প্রেম, বিবাহ পরবর্তী 'মলুয়া' তে বিবাহ এবং 'চন্দ্রাবতী' পালাতে সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়া নারীর প্রেম কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। সমাজের তিন অবস্থানের নারীর প্রেমেই লক্ষ্য করা যায় তার কাছের মানুষেরই তার প্রেমের ক্ষেত্রে শত্রুর ভূমিকা নিয়েছে সমাজের নানা প্রথাকে হাতিয়ার করে। দুটি মানুষের হৃদয়ের সংবেদনে সৃষ্টি হওয়া প্রেমকে সমাজ এবং পরিবার সহজ সরল ভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে প্রেমের সুখদ পরিণতি না হয়ে বরং প্রেমিক প্রেমিকারা আত্মঘাতের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। প্রেম ধ্বংস চায় না, চায় সৃষ্টি। এই গীতিকাগুলির রচনাকালকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় মধ্যযুগের সময় পর্বে রচিত হয়েও সাধারণ মানুষের মানবিক আর্তির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে এখানে। যে সময় পর্বে দাঁড়িয়ে মানুষ নিজের কথা নিজের মুখে বলতে সাহস পেত না সেখানে এ গীতিকাগুলিতে নারী নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনভাবে প্রকাশ করেছে। সাপের কামড়ে অচেতন জয়ানন্দকে বাঁচাতে মলুয়ার কার্যকলাপ সত্যিই প্রশংসনীয়।

তাছাড়া পালাগুলিতে ধর্মীয় সীমাবদ্ধতা কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং মুসলমানের মেলবন্ধন গীতিকা গুলিতে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে।

বন্দনাংশে লক্ষ্য করা যায়—

"সভা কইর্যার বইদু ভাইরে, ইন্দু মুসলমান।
সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম।।"

অথবা

"মুসলমানদের পীর সার হিঁদুর দেবতাগণ।
সর্ব দেবগণে বন্দি আমি করিয়া মৈন্নতি ।।"

এর থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না একই সভায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সমান কদর হত।

১২.৯ চরিত্র বিশ্লেষণ

১২.৯.১ মহুয়া

'মহুয়া' পালার প্রধান নারী চরিত্র হচ্ছে মহুয়া। তার ছ'মাস বয়স থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত ঘিরে পালার মেয়াদ। পাহাড়ী বেদে হুমরা গারো পাহাড়ে ডাকাতি করতে গিয়ে দু'মাস বয়স্ক ব্রাহ্মণ শিশু কন্যাকে চুরি করে নিয়ে এসে লালন পালন করে নিজের সন্তানের মতো। ষোড়শী কন্যা মহুয়া ছিল অপরূপ রূপবতী। দেহের বয়স কম হলেও তার শারীরিক, মানসিক বল ছিল ঢের বেশি । তাই সেই দৃঢ়তার সাথেই সখী এবং চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী রেখে নদের চাঁদকে প্রিয়তম বলে গ্রহণ করে। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে নিজের প্রিয়তমের সঙ্গে সম্পর্কে গড়িয়ে থাকে। একদিকে পালক পিতার আদেশ আর অন্যদিকে প্রেম যেকোনো একটিকে বেছে নেওয়ার সময়ও সে প্রেমেরই জয় ঘটিয়েছে। তাতে কোন প্রলোভন তাকে আকর্ষিত করতে পারেনি। বরং নৌকার মাঝি সাধুকে ছলনা করে পানের মধ্যে তার মাথায় লুকিয়ে রাখা তক্ষকের বিষ মিশিয়ে হত্যা করে জলের মধ্যে ফেলে দেয়। শত্রুকে হত্যা করতে তার মন অথবা হাত কিছুই কেঁপে ওঠেনি। নারী বলে সে যে দুর্বল একথা একবারের জন্যও মহুয়ার কোন কাজে বাঁধা পড়েনি। এমনটি নদের চাঁদকে প্রাণে বাঁচানোর জন্য কাঁধে তুলে পালিয়ে যেতেও মহুয়ার কোন অসুবিধাই হয়নি। সাধারণ বীরত্ব সাহস শক্তিমত্তা এই নারীকে যেন আরও সুন্দর ও সুশোভিত করে তুলেছে। পালাতে লক্ষ্য করি সবশেষে নিজের প্রাণ বাঁচানোর শেষতম সুযোগ পায়। তার প্রাণের বিনিময়ে বাল্যবন্ধু সুজনকে বিয়ে করার প্রস্তাব পেলে সে এই শর্ত নেহাতই তুচ্ছ জ্ঞান করে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়। স্বেচ্ছামৃত্যু নেওয়ার প্রাকমুহূর্ত আগেও মহুয়া আপন প্রেমকে জয়ী করে দিয়ে

যায়। ব্রাহ্মণ কন্যা মহুয়া বেদের পালিত হওয়ার জন্যে ছোটবেলা থেকে তীরচালনা, মল্লবিদ্যা, ব্যায়ামক্রীড়া ইত্যাদিতে দক্ষ। সেইসঙ্গে অশ্বারোহণে নিপুণ, কুঠারের আঘাতে জাহাজের তলদেবা ভেঙে ডুবিয়ে দেওয়ার শক্তি তার করায়ত্ব। নিজের মতের বিরুদ্ধে তাকে কেউ চালনা করতে পারবে না এই সত্যটি এই নারী চরিত্রের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে; যা গীতিকা সাহিত্য ছাড়া মধ্যযুগে বিরল।

১২.৯.২ মলুয়া

ধনী ঘরের একমাত্র আদরিণী কন্যা মলুয়া বিয়ের পর থেকেই চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। 'মলুয়া' পালার মলুয়া চরিত্রটি বাংলা লোকসাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য নারী। তার সতীত্ব বোধ যেকোনে পাঠককে মুগ্ধ করবে। পালায় লক্ষ্য করা যায় কাজীর নিয়োজিত কুটিনী মলুয়াকে কুপ্রস্তাব দিলে পরিস্থিতিগত কারণে সে একাকিনী কোন প্রতিবাদ তখন করেনি কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে স্বমূর্তির ধারণ করতেও ভুলে নি। সে কুটনীকে বলেছে।

"স্বামী মোর ঘরে নাই-কি বলিবাম তোরে।
থাকিলে মারিতাম ঝাঁটা তোর পাখনা শিরে ।
ফুল বেচ্যা খাইম তুমি বয়স্কের কালে।
সেইমত দেখো বুঝি নাগরিয়া সকলে ।।"

চাঁদ বিনোদের প্রতি মলুয়ার প্রেম ছিল অকৃত্রিম। তার মতে 'আমার সোয়ামী সে যে পর্বতের চূড়া'। নিদারুণ অর্থ কষ্টের সময় সে একবারের জন্যও শাশুড়ী, ননদ ও স্বামীকে ছেড়ে বাপের বাড়ির সচ্ছলতায় গিয়ে বাস করতে চায়নি। চরম বিপদের দিনেও সে তার স্বামীর সাথে থেকেছে। কাজী চক্রান্ত করে চাঁদ বিনোদকে বন্দী করলে কোড়ার মাধ্যমে মহুয়া স্বামীর পাঁচ ভাইকে খবর পাঠায়। তারই উদ্যোগে, পাঁচভাই চাঁদ বিনোদ কে মুক্ত করে আনে। অন্যদিকে চাঁদ বিনোদ ফিরে এলেও কাজীর লোকেরা মলুয়াকে অপহরণ করে নিলে দেওয়ান মলুয়ার সাথে বিয়ে করতে চাইল। তারপর বহুকষ্টে দুই ভাইয়ের সাহায্যে দেওয়ানের কবল থেকে মুক্তি লাভ করে এত কিছুর পরও তার জীবনে শান্তি আসেনি বরং ফিরে এসে দেখে চাঁদ বিনোদ অন্য নারীকে বিয়ে করেছে। সতী নারীর কর্তব্য সম্পর্কে মলুয়া সচেতন ছিল তাই কোন অবস্থাতেই নিজের স্বামী থেকে দূরে যেতে পারেনি। এত কিছুর পর সাপের কামরে অজ্ঞান চাঁদবিনোদকে নিজের প্রচেষ্টায় সুস্থ করে ফিরিয়ে আনে মৃত্যুর মুখ থেকে। কিন্তু যখন দেখল তার আপন জনেরাই তাকে কলঙ্কিত করছে আর এর থেকে মুক্তির কোন পথ নেই তখনই আত্মঘাতী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাঙা নৌকায় চড়ে মাঝ দরিয়ায় নিয়ে জলে ডুবে গেল। জীবন যুদ্ধে অম্লান ভাবে লড়াই করতে এই নারী একবারও পিছ পা হয়নি। আপন কর্মে অবিচল থেকে সত্যনিষ্ঠা রক্ষা করাকেই সে নিজের কর্তব্য বলে ভেবেছে।

১২.৯.৩ চন্দ্রাবতী

মহুয়া বা মলুয়ার মতো চন্দ্রাবতী চরিত্রটি না হলেও আপাত শান্ত রূপের আড়ালে রয়েছে তার দৃঢ় বলিষ্ট প্রত্যয়। ভালোবাসার মানুষ জয়ানন্দের সাথেই চন্দ্রাবতীর পিতা চন্দ্রাবতীর বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন। নিশ্চিত বিবাহের ঠিক প্রাক্-কালে জয়ানন্দ এক মুসলমান নারীর পাণিগ্রহণ করে চন্দ্রাবতীকে প্রতারণা করে। এই প্রতারণাকে চন্দ্রাবতী সহজ ভাবে নিতে পারেনি। সে আজীবন অনূঢ়া থাকার সিদ্ধান্ত নিলে তার পিতা তাকে শিবপূজায় মন বসাতে বলেন। সেও সেইমতে চলে। তার প্রেম ছিল একনিষ্ট ও গভীর। সে জন্যই মিথ্যাচারের যন্ত্রণা সইতে না পেরে নিশ্চুপ হয়ে যায়। ধ্যানে মগ্ন চন্দ্রাবতী তাই জয়ানন্দের ফিরে এসে পাগল প্রায় চিৎকার সম্পর্কে অনবগত থেকে যায়। পূজা শেষে চন্দ্রাবতী জয়ানন্দের মৃতদেহ দেখতে পেলে উন্মুক্ত কামিনীর মতো সেদিকেই তাকিয়ে থাকে। এখানেই এই চরিত্রের চারিত্রিক বলিষ্টতা ও আত্মসংযম ধরা পড়ে গভীর ভাবে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন ‘খ’

১। মৈমনসিংহ গীতিকার বৈশিষ্ট্য বিষয়ে লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)
২। মহুয়া চরিত্র বিষয়ে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)
৩। চন্দ্রাবতী চরিত্র বিষয়ে আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

১২.১০ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- মৈমনসিংহ গীতিকা সম্পর্কে ধারণা হল।
- মহুয়া, মলুয়া ও চন্দ্রাবতী পালার কাহিনি বিষয়ে গভীর ভাবে জানতে পারলাম।
- এই-তিন পালার মধ্যে লোক সাহিত্যের উপাদান সম্পর্কে জানতে পারলাম।
- গীতিকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হলাম।
- এই গীতিকাগুলিতে মানবিক আবেদন কতটুকু সেই বিষয়ে জানতে পারলাম।

১২.১১ অতিরিক্ত পঠন

- আচার্য্য, ড. দেবেশ কুমার (প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৪, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ মে ২০১২); বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ); কলকাতা: ইউনাইটেড বুক এজেন্সি
- চট্টোপাধ্যায়, হীরেন (প্রথম প্রকাশ, ১৪০২, সংযোজিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৪২৯); সাহিত্য প্রকরণ; কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

- বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, পুনর্মুদ্রণ, ২০১০-২০১১); বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
- মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৩, একাদশ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১৪); সাহিত্য টীকা; কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ
- দীনেশচন্দ্র সেন(সম্পাদনা) (১৯৫৮ খ্রীঃ); মৈমনসিংহ-গীতিকা; কলকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১২.১২ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন ‘ক’

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: মৈমননসিংহ বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা, যদিও বর্তমানে এই বৃহত্তম জেলা ভেঙে একাধিক জেলার সৃষ্টি হয়েছে। .....আলোচ্য সংকলনে মোট ন’টি গীতিকা ও একটি রূপকথা সংকলিত হয়েছে। .....নারীর বুদ্ধিমতা ও কর্ম দক্ষতার স্বরূপ প্রস্ফুটিত হয়েছে এই গীতিকার পালাগুলিতে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: মলুয়া পালাতে কুড়া স্বীকার করতে গিয়ে চাঁদ বিনোদের সাথে মলুয়ার সাক্ষাৎ ঘটে। ..... মলুয়া নানা কৌশল করে দেওয়ানের মাধ্যমে কাজীকে শাস্তি দিল এবং দেওয়ানকে শিকারের বুদ্ধি দিয়ে নিজেও বন্দীদশা থেকে মুক্তি পায়। ..... তবে পালার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় শাশুড়ী ও ননদের সঙ্গে মলুয়ার অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

৩। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: লোক সাহিত্যের উপাদান গুলির মধ্যে রয়েছে- লোককথা, লোকগান, লোকনৃত্য, লোকশিল্প, লোকবিশ্বাস, লোক প্রথা, লোক ঐতিহ্য।..... ‘মলুয়া’ পালাতে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা হিন্দু মুসলমান সমাজের মধ্যে মেলবন্ধনের প্রয়াস, পালার বিভিন্ন অংশে লোক প্রবাদ, লোককথা, লোকগীতির দিকটি উঠে এসেছে।.....‘চন্দ্রাবতী’ পালাতেও বিয়ের গানের উল্লেখ আছে। .....এইভাবেই মৈমনসিংহ অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলি খুব সাবলীল ভাবেই পালাগুলিতে স্থান করে নিয়েছে। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন ‘খ’

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: গীতিকা সাহিত্যের অন্যতম দৃষ্টান্ত হল মৈমনসিংহ গীতিকা। এর মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী পালাগুলি ব্যালেডের সমতুল্য। এই পালাগুলিতে সাধারণ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়-..... (৫) নাটকীয় চমৎকারিত্বের জন্য ঘটনার উত্থান পতন ও একমুখী অনিবার্য পরিণতি পাঠককে গভীর ভাবে অভিভূত করে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: 'মহুয়া' পালার প্রধান নারী চরিত্র হচ্ছে মহুয়া।..... নারী বলে সে যে দুর্বল একথা একবারের জন্যও মহুয়ার কোন কাজে বাঁধা পড়েনি।..... নিজের মতের বিরুদ্ধে তাকে কেউ চালনা করতে পারবে না এই সত্যটি এই নারী চরিত্রের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে; যা গীতিকা সাহিত্য ছাড়া মধ্যযুগে বিরল। এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

৩। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: মহুয়া বা মলুয়ার মতো চন্দ্রাবতী চরিত্রটি না হলেও আপাত শান্ত রূপের আড়ালে রয়েছে তার দৃঢ় বলিষ্ট প্রত্যয়। ..... এখানেই এই চরিত্রের চারিত্রিক বলিষ্টতা ও আত্মসংযম ধরা পড়ে গভীর ভাবে। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

? ১২.১৩ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। মৈমনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রগুলি প্রেমের মূল্যে বিজয়িনী- 'মহুয়া, মলুয়া ও চন্দ্রাবতী পালা অবলম্বনে মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বিচার করুন।

২। মৈমনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রগুলির তুলনায় পুরুষ চরিত্র গুলি নিষ্প্রভ বিভিন্ন পালা অবলম্বনে এই মন্তব্যটির পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা করুন।

৩। 'মহুয়া', 'মলুয়া' ও 'চন্দ্রাবতী' পালাতে যে মানবিক আবেদন রয়েছে তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন।

*** *** ***